

ছায়া ইসলামিক সরকারের মন্ত্রীগণের তালিকা ১৪৪৮ হিজরী

মেয়াদ: (ইসায়ী জুন, ২০২৬ থেকে মে, ২০২৭ পূর্ণন্ত)



১. বাংলাদেশের মুসলমান জনতা তাদের নিজেদের জন্য নেতা নির্বাচন করেছে। বর্তমান সরকার যেমন আল্লাহর আইন মানে না, তেমনি বাংলাদেশের মুসলমান জনতা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দেওয়া ইবলিশি আইন মানে না।
২. ছবিসহ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ আগামী এক বছরের জন্য এই পদের দায়িত্ব পালন করবেন। এক বছর পরে পুনরায় কার্যপরিষদে ক্ষেপণ করে দুই বছরের জন্য তালিকা প্রকাশ করা হবে।
৩. উল্লেখিত ব্যক্তিগণের নিজ ইচ্ছায় এই তালিকা বা পদবি তৈরি করা হয় নাই। বাংলাদেশের মুসলমান জনতা তাদেরকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। তাই আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে উনারা মুসলমানদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
৪. মদিনা রাষ্ট্র পুনর্গঠন নীতিমালা: https://archive.org/details/20260601_20260601_1210



নাম: মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন

মন্ত্রণালয়ের নাম: ইজতিবা মন্ত্রণালয়

পদবী: শূরা সদস্য-মন্ত্রী নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় একজন উচ্চপদস্থ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে ধীনী জ্ঞান ও প্রশাসনিক দূরদর্শিতার অধিকারী। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে অত্যন্ত সুনামের সাথে উস্তাদ (শিক্ষক) এবং শাইখুল হাদিস হিসেবে হাদিসের দরস (পাঠদান) দিয়ে আসছেন। তিনি মুসলমানদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রীয়ভাবে নীতিনির্ধারণে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ও যোগ্যতা রয়েছে।

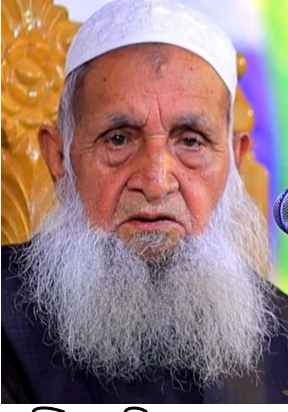
ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. ইজতিবা মন্ত্রণালয় সরাসরি আমিরুল মুমিনীনের পরামর্শে কাজ করবে।
২. আমিরুল মুমিনিন সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সেনাপ্রধান নিয়োগ করবে।
৩. মুসলমানদের মধ্য থেকে আল-কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যোগ্য শূরা সদস্য বাছাই করবে।
৪. একই পরিবারের দুইজন শূরা সদস্য হতে পারবেন না।
৫. মারকায মসজিদের শূরা সদস্যগণ স্থানীয় মসজিদের শূরা গঠন করবেন।
৬. মারকায থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত শূরা কমিটি গঠন ও তার তদারকির কাজ করবে।
৭. শূরা সদস্যদের ফরজ বিধান পালনের তথ্য সংরক্ষণ করবে।
৮. একশত (১০০) বছর বয়স বা অক্ষম শূরা সদস্যদেরকে অবসর প্রদান করবে।
৯. অবসর মন্ত্রীগণকে ইসলামিক সরকারের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।
১০. মারকায থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত শূরা সদস্যদের হজ্জ বা ওমরাহ পালন নিশ্চিত করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূরা সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আমানতদারিতার বিষয়। মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীনের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **তাকওয়া ও কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা:** যেহেতু এই মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আমল ও তথ্য সংরক্ষণ করে, তাই মন্ত্রীর ব্যক্তিগত তাকওয়া এবং আমানতদারিতা থাকা আবশ্যিক, যা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।
২. **মানুষ চেনার প্রজ্ঞা:** কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যোগ্য লোক বাছাই করার জন্য যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও শরিয়াহ ভিত্তিক জ্ঞান প্রয়োজন, একজন প্রাজ্ঞ আলেম হিসেবে তিনি তার অধিকারী।
৩. **সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা:** মারকায (কেন্দ্র) থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিশাল শূরা নেটওয়ার্ক তদারকি এবং সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদ নিয়োগের সমন্বয় করার মতো প্রশাসনিক প্রজ্ঞা তাঁর রয়েছে।



নাম: আল্লামা মুহিবুদ্দাহ বাবুনগরী

মন্ত্রণালয়ের নাম: উলিল আমর

পদবী: প্রধান আমির

ব্যক্তির পরিচয়: আল্লামা মুহিবুদ্দাহ বাবুনগরী, ইসলামিক শরীয়াহ ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে একজন প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। তিনি গভীর আধ্যাত্মিকতা, আপসহীন নেতৃত্ব এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার অধিকারী। দীর্ঘদিনের ধীনি খেদমত এবং উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকার কারণে তিনি ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। দেশের সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও শরীয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা অনন্য।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবেন।
২. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদেশ প্রদান করবেন।
৩. সকল অর্থের অনুমোদন প্রদান করবেন।
৪. সকল বাজেটের অনুমোদন প্রদান করবেন।
৫. প্রধান আমিরের নিজস্ব আল-মারসাদ গোয়েন্দা শাখা পরিচালনা করবেন।
৬. সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর প্রধানকে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।
৭. দেশের সকল প্রধানদের নিয়ে গঠিত আল-মালাউ নামে একটি পরিষদ পরিচালনা করবেন।
৮. দেশের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রধান আমিরের দায়িত্ব সর্বোচ্চ আমানত ও শরীয়াহর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের বিষয়। আল্লামা মুহিবুদ্দাহ বাবুনগরীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও প্রজ্ঞা:** দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের গাভীর্য তাঁকে রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রধান আমিরের উপযুক্ত আসনে উন্নীত করেছে।

২. **শরীয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার দূরদর্শিতা:** কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্রের প্রতিটি আইন ও বাজেট প্রণয়নে তাঁর অকাট্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা রয়েছে।

৩. **নিরঙ্কুশ সততা ও কঠোর শাসন:** রাষ্ট্রীয় অর্থ ও বাজেটের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে তাঁর আপসহীন মানসিকতা এবং গোয়েন্দা শাখা আল-মারসাদ পরিচালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো দৃঢ় প্রশাসনিক দক্ষতা তাঁর রয়েছে।



নাম: মুফতী হাবীবুল্লাহ মাহমুদ কাসেমী

মন্ত্রণালয়ের নাম: ইসলাম মন্ত্রণালয়

পদবী: জনপ্রশাসন বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতী হাবীবুল্লাহ মাহমুদ কাসেমী, বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত ইসলামিক আইনজ্ঞ (মুফতী), চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামিক ফিকহ (আইনশাস্ত্র) এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা এবং সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও জনপ্রশাসন পরিচালনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। ইসলামিক মূল্যবোধের আলোকে জনশক্তি গঠন এবং সামাজিক সংস্কারে তিনি একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. রাসূল (সা.)-এর শ্রম আইন বাস্তবায়ন করবে এবং মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন করবে।
২. সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য দেওবন্দ শিক্ষা কাঠামো থেকে মুমিন দক্ষ পুরুষ কর্মী নিয়োগ প্রদান করবে।
৩. দেশের সকল অদক্ষ ও বেকার পুরুষের তালিকা তৈরি করে যোগ্যতানুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৪. মাদ্রাসার ছাত্র ও সাধারণ যুবকদের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে দক্ষ করবে।
৫. পুরুষ বেকারত্ব দূর করতে কর্মরত নারীদের চাকরি থেকে প্রত্যাহার করবে।
৬. নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষ অভিভাবকদের চাকরির ব্যবস্থা করবে।
৭. দুর্নীতি ও ঘুষ বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি করবে।
৮. সকল কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি, তথ্য সংরক্ষণ ও অবসর প্রদান করবে।
৯. সকল কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার অনুমোদন নিবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনপ্রশাসন ও জনশক্তি সংস্কার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুফতী হাবীবুল্লাহ মাহমুদ কাসেমীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **শরীয়াহভিত্তিক শ্রম ও প্রশাসনিক জ্ঞান:** মুফতী হিসেবে ইসলামিক ফিকহ ও রাসূল (সা.)-এর শ্রম আইনের ওপর তাঁর গভীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান রয়েছে, যা মালিক-শ্রমিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকরী।
২. **জনশক্তি রূপান্তর ও শিক্ষা কাঠামোর বুঝ:** দেওবন্দি শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে সেই ঐতিহ্যবাহী কাঠামো থেকে দক্ষ ও আমানতদার কর্মী নির্বাচন এবং যুবসমাজকে আধুনিক কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করার দূরদর্শিতা তাঁর রয়েছে।
৩. **দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও দৃঢ়তা:** সরকারি কর্মকর্তাদের তদারকি, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে। যেমন- বেকারত্ব দূরীকরণ ও পারিবারিক কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষার আপসহীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।



নাম: মুফতি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী

মন্ত্রণালয়ের নাম: হুকুমুল্লাহ মন্ত্রণালয়

পদবী: আল্লাহর আইন ও বিচার বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী, একজন সুপরিচিত ও প্রখ্যাত ইসলামিক আইনজীবী (মুফতি), ফকিহ এবং বাগ্মী। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামিক শরীয়াহ ও ফিকহ শাস্ত্রের ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সমাদৃত। ঐতিহ্যবাহী জৈনপুরী সিলসিলার আধ্যাত্মিক ধারক হিসেবে এবং নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় তিনি দীর্ঘকাল ধরে দ্বীনি শিক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের কাজে যুক্ত। ইসলামের হদ, কিসাস ও বিচার ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগে তাঁর আপসহীন অবস্থান এবং কঠোর আইনি দূরদর্শিতা তাঁকে হুকুমুল্লাহ মন্ত্রণালয়ের মতো একটি সংবেদনশীল পদের জন্য অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সংবিধান ও আইনের ভিত্তি হিসেবে আল-কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন সংরক্ষণ করবে।
২. মারকায থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদ পর্যন্ত মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।
৩. দারুল ইফতা-ফতোয়া বিভাগ পরিচালনার মাধ্যমে আইনগত মতভেদ নিরসন করবে।
৪. সরাসরি মুসলমানদের অভিযোগ বা মামলা গ্রহণ করবে।
৫. প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিচার মারকায মসজিদের অধীনে থাকা মাদ্রাসাগুলো সম্পন্ন করবে।
৬. প্রাথমিক বিচারে অমীমাংসিত মামলাগুলো পর্যায়ক্রমে উচ্চতর আদালত তদারকি করবে।
৭. আল-কোরআনের আইন অনুযায়ী মাদ্রাসার মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করা হবে।
৮. হদ ও কিসাস: সুদ, শাতেমে রাসূল (সা.), শিরক, যিনা (ব্যভিচার), চুরি, হত্যা (কিসাস), সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিবর্তনের অপরাধে অপরাধীকে অপরাধের ধরন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড, রজম, বেত্রাঘাত, হস্তচ্ছেদ ও হিরাবাহর (ডাকাতি/সন্ত্রাসবাদ) শাস্তি কার্যকর করবে।
৯. সকল বেত্রাঘাতের দণ্ড মডেল মসজিদের অধীনে থাকা মাদ্রাসা কার্যকর করবে।
১০. মৃত্যুদণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদের দণ্ড কেন্দ্রীয় মসজিদের অধীনে থাকা মাদ্রাসা কার্যকর করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় হুকুমুল্লাহর দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহর হুকুম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত, যা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। মুফতি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **গভীর ফিকহী জ্ঞান ও ফতোয়ায় পারদর্শিতা:** একজন উচ্চমানের মুফতি ও ফকিহ হিসেবে আল-কোরআন, সুন্নাহ এবং ক্লাসিক্যাল ফিকহ শাস্ত্রের ওপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে, যা শরীয়াহভিত্তিক আইন সংরক্ষণ ও জটিল আইনি মতভেদ নিরসনে অত্যন্ত জরুরি।
২. **আপসহীন ও দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব:** ইসলামের মৌলিক বিধান, হদ ও কিসাস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিতি এবং সাহসী মানসিকতা রয়েছে, যা অপরাধ দমনে এবং হদ-কিসাসের মতো সংবেদনশীল শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্ভীকতা প্রদান করে।
৩. **মাদ্রাসাকেন্দ্রীক বিচার ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা:** সারা দেশে মাদ্রাসার শিক্ষক, মুফতি ও আলেমদের সাথে তাঁর সাংগঠনিক ও একাডেমিক যোগাযোগ সুদৃঢ়, যা মারকায থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত মুফতি-মুহাদ্দিসদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ ও তদারকি করতে এবং মাদ্রাসাকেন্দ্রীক বিচারিক নেটওয়ার্ক পরিচালনায় সহায়ক হবে।



নাম: মুফতি আব্দুল মালেক

**মন্ত্রণালয়ের নাম: উসওয়াতুন হাসানা
মন্ত্রণালয়**

পদবী: ফরজ ও সুন্নাহ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতি আব্দুল মালেক, সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের একজন শীর্ষস্থানীয় হাদিস বিশারদ (মুহাদিস), ফকিহ এবং ইসলামিক গবেষক। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকার উচ্চতর দ্বীনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া-এর শিক্ষা সচিব ও প্রধান মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বাংলাদেশে ইলমে হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই, সুন্নাহর প্রচার-প্রসার এবং ফতোয়া শাস্ত্রে তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। অত্যন্ত বিনয়ী, সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই ব্যক্তিত্ব মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ফরজ ও সুন্নাহর আমল বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অভিভাবক।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. প্রতিটি স্থানীয় মসজিদের নামায কায়েম আমির (সমাজি)— উসওয়াতুন হাসানা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে।
২. মুসলমানদের মধ্যে ফরজ আইনগুলো বাস্তবায়ন করবে। যেমন- নামাজ, রোজা, এবং পুরুষের টাখনুর উপরে কাপড় পরা।
৩. মুসলমানদের মধ্যে সুন্নাহর আমলগুলো বাস্তবায়ন করবে। যেমন- পুরুষের দাড়ি রাখা, পাঞ্জাবি-পাগড়ি পরিধান করা, দস্তরখানায় খাওয়া, দুই হাতে মুসাফাহা করা, তাসবিহ পাঠ ও কোরবানি করা। এছাড়া ব্রিটিশদের দ্বারা বন্ধ হওয়া সকল সুন্নত পুনরায় চালু করবে।
৪. সকল মুসলমানের জন্য সাত-৭ দিনের অজু ও নামায প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
৫. হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য ৩০ শতাংশ সরকারি প্রণোদনা প্রদান করবে।
৬. হজ্জ ও ওমরাহ পালনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৭. রাষ্ট্রে হিজরি সনের দাপ্তরিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
৮. চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে চাঁদ দেখে রোজার সময় নির্ধারণ করবে।
৯. যাকাত ও ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
১০. সাধারণ মুসলমানদেরকে সকল প্রকার ফতোয়া প্রদান করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুন্নাহর আদর্শ বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত সমাজকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ ও শরীয়াহর ছাঁচে গড়ে তোলার মহৎ কাজ। মুফতি আব্দুল মালেকের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **সুন্নাহ ও হাদিস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য:** তিনি একজন বিশ্বমানের মুহাদিস ও ফকিহ হওয়ার কারণে কোনটি সুন্নাহ আর কোনটি বিদআত, সে বিষয়ে তাঁর নিখুঁত ও সূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে।
২. **ফতোয়া ও শরীয়াহর সঠিক বুঝ:** দীর্ঘকাল ধরে মারকাযুদ দাওয়াহর ফতোয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিশাল অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে, যা সাধারণ মুসলমানদের নির্ভুল ফতোয়া প্রদান এবং যাকাত, ফিতরা ও চান্দ্র পঞ্জিকার সঠিক হিসাব নির্ধারণে অনন্য ভূমিকা রাখবে।
৩. **ব্যক্তিগত আমল ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা:** তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবন কঠোরভাবে সুন্নাহর অনুসারী এবং তিনি দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল ঘরানার মুসলমানদের কাছে একজন অত্যন্ত পরহেযগার ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ফলে তাঁর নির্দেশনায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মসজিদ নেটওয়ার্ক এবং নামায কায়েম আমিরদের পরিচালনা করা সহজ হবে।



নাম: মাওলানা আতাউর রহমান

**মন্ত্রণালয়ের নাম: আমর বিল মারুফ
মন্ত্রণালয়**

**পদবী: সৎ কাজের প্রচার ও অসৎ কাজের
প্রতিরোধ আমির**

ব্যক্তির পরিচয়: মাওলানা আতাউর রহমান বিক্রমপুরী, একজন প্রবীণ ও ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা, কুসংস্কার নির্মূল এবং সমাজ থেকে পাপাচার দূরীকরণে দীর্ঘকাল ধরে মাঠপর্যায়ে আপসহীনভাবে কাজ করে আসছেন। বিক্রমপুর অঞ্চলসহ দেশব্যাপী দ্বীনি শিক্ষার প্রসার, মাজার পূজা ও বিদআত বিরোধী আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক নৈতিকতা রক্ষা এবং ইসলামিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও স্পষ্টবাদিতা তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের জন্য এক উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মুসলমানদের মদের দোকান, পতিতালয়, জুয়ার আসর, মাদকদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয় বন্ধ করবে।
২. মুসলমানদের মধ্যে প্রেম, ঘিনা এবং পরকীয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৩. ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সকল বিনোদন ও দোকানপাটে নাচ-গান বন্ধ করবে।
৪. মুসলমানদের সকল বিবাহ মসজিদে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবে।
৫. মুসলমানদের মধ্যে চার-৪ বিবাহ প্রথা চালু রাখবে এবং গণবিবাহের আয়োজন করবে।
৬. মুসলমানদের পারিবারিক কলহ নিরসন এবং স্বামী দ্বারা স্ত্রীর ভরণপোষণ নিশ্চিত করবে।
৭. মুসলমানদের তালাক সংক্রান্ত মধ্যস্থতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
৮. মাহরাম পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মুসলমান মহিলাদের একা দূরপাল্লায় ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করবে।
৯. নারীদের গোপন অঙ্গের পোশাক গোপনে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০. মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত ও স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করবে।
১১. ধর্মত্যাগকারী মুরতাদ ও ভণ্ড কাদিয়ানিদের কার্যক্রম দেশ থেকে বিলুপ্ত করবে।
১২. হিজড়াদের তাঁদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী (পুরুষ/নারী) জীবনযাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৩. নারীদের মাজার জিয়ারতে প্রবেশাধিকার বন্ধ করবে।
১৪. মুসলমানদের মধ্য থেকে কুফরি তাবিজ, মাজার পূজা এবং ভণ্ড পীরদের কার্যক্রমসহ সকল প্রকার কুসংস্কার নির্মূল করবে।
১৫. মানসিক রোগী ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজকে পাপাচারমুক্ত রাখা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। মাওলানা আতাউর রহমানের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. বিদআত ও কুসংস্কার বিরোধী আপসহীন অবস্থান: দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মাজার পূজা, কুফরি তাবিজ এবং ভণ্ড পীরদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন। ফলে সমাজ থেকে এসব কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

২. সামাজিক ও পারিবারিক আইন বাস্তবায়নের দৃঢ়তা: মুসলমানদের পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা, তালাক ও কলহ নিরসন এবং ইসলামসম্মত উপায়ে বিয়ের সংস্কৃতি চালুর ক্ষেত্রে তাঁর গভীর সামাজিক বুঝ এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

৩. নৈতিকতা রক্ষা ও সংস্কারমূলক মানসিকতা: মাদক, জুয়া, ঘিনা ও খ্রিস্টান অপসংস্কৃতি বন্ধের পাশাপাশি সমাজে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত জনগোষ্ঠীদের শরীয়াহ মোতাবেক পুনর্বাসনের জন্য যে সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।



নাম: আসিফ আদনান

মন্ত্রণালয়ের নাম: আমওয়াল মন্ত্রণালয়

পদবী: অর্থ ও বাইতুল মাল বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: আসিফ আদনান, আধুনিক অর্থনীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ইসলামিক শরীয়াহভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ওপর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদ ও গবেষক। তিনি একদিকে যেমন সমসাময়িক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মুদ্রা নীতি ও আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে সুনিপুণ ধারণা রাখেন; অন্যদিকে তেমনি ইসলামের ঐতিহ্যবাহী বাইতুল মাল ব্যবস্থা ও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির প্রায়োগিক দিক নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করছেন। আধুনিক কাগজের ও ইলেকট্রনিক মুদ্রার অস্থিতিশীলতা দূর করে স্বর্ণমান নির্ভর ইসলামিক অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যোগ্যতার কারণে তিনি আমওয়াল মন্ত্রণালয়ের গুরুদায়িত্বের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করবে এবং টাকাকে স্বর্ণের মানে রূপান্তর করবে।
২. স্বর্ণনির্ভর নতুন ইসলামিক মুদ্রার প্রচলন করবে এবং নতুন মুদ্রার ইসলামিক নকশা করবে।
৩. ইলেকট্রনিক মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার মধ্যে সমন্বয় করবে এবং হারাম তহবিলের অর্থ স্বর্ণমান নির্ভর মুদ্রার মূলধন হবে।
৪. সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি করে গড়া সকল সম্পদ সরকারের হারাম তহবিলে জমা করবে।
৫. সকল প্রকার সুদি ব্যবসা নিষিদ্ধ করবে এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে একটি আমানত কেন্দ্র বা ব্যাংক পরিচালনা করবে।
৬. সুদমুক্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য নতুন আমানত কেন্দ্রের-ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করবে।
৭. মন্ত্রণালয়ের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করবে।
৮. অভ্যন্তরীণ আমদানি-রপ্তানি এবং চুক্তিবদ্ধ দল থেকে মুসলমানদের আইনি অনুসারে জিজিয়া আদায় করবে।
৯. প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় বাজেটের অনুমোদন নিবে এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করবে।
১০. বাইতুল মালে জমাকৃত অর্থের হিসাব রাখবে এবং বণ্টন নিশ্চিত করবে।
১১. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদান করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কাজের অর্থ প্রদান করবে এবং বাজেট পূরণের জন্য জনগণ থেকে সদকা গ্রহণ করবে।
১৩. মসজিদের অর্থবিষয়ক আমির মুয়াজ্জিন সাহেব আমওয়াল মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবেন।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুদমুক্ত সমাজ গঠন এবং বাইতুল মালের ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ। আসিফ আদনানের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. দ্বিমুখী অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্য: তিনি একদিকে সমসাময়িক বৈশ্বিক অর্থনীতি, মুদ্রানীতি ও আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে দক্ষ, অন্যদিকে ইসলামিক বাইতুল মাল ও যাকাত ব্যবস্থার প্রায়োগিক দিকে অভিজ্ঞ। এই সমন্বিত জ্ঞান বর্তমান যুগে একটি সফল ইসলামিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

২. স্বর্ণমান মুদ্রা চালুর তাত্ত্বিক দূরদর্শিতা: বর্তমান কাগজের ও ইলেকট্রনিক মুদ্রার অস্থিতিশীলতা দূর করে স্বর্ণের মানের ওপর ভিত্তি করে নতুন বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ও মুদ্রা কাঠামো নকশা করার মতো গভীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যোগ্যতা তাঁর রয়েছে।

৩. হারাম ও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার বুঝ: সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতি দূর করে একটি বিকল্প সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও আমানত কেন্দ্র পরিচালনার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা অত্যন্ত সুনিপুণ ও বাস্তবসম্মত।



নাম: জাকারিয়া মাসুদ

মন্ত্রণালয়ের নাম: মীরাস মন্ত্রণালয়

পদবী: ভূমি ও সম্পদ বণ্টন বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: জাকারিয়া মাসুদ, ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভূমি ব্যবস্থাপনা, নগর পরিকল্পনা এবং শরীয়াহ ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন আইনের ওপর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন গবেষক ও দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি একদিকে ইসলামের উত্তরাধিকার ও ভূমি বণ্টন নীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগে পারদর্শী; অন্যদিকে ভূ-রাজনীতি, কৌশলগত স্থাপনা বিন্যাস এবং ঐতিহ্যগত ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত নগর পরিকল্পনার বিষয়ে সুনিপুণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল স্থাপনা নির্মাণ করার পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করবে।
২. মুসলিম ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি অপ্রয়োজনীয় জমি বণ্টন করবে।
৩. ফারায়েজ-উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করবে।
৪. অন্যায়ভাবে সম্পদ-জমি দখলকারীদের জরিমানা করবে এবং উচ্ছেদ নিশ্চিত করবে।
৫. ভূমি সংক্রান্ত ক্রয়-বিক্রয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৬. সরকারি প্রয়োজনে ভূমি ক্রয় করবে এবং রাষ্ট্রীয় সকল ভবন তৈরি করবে।
৭. রাষ্ট্রীয় সকল দলিল ও নকশা সংরক্ষণ করবে।
৮. সকল ভবন ও স্থানের অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে মুসলমানদের আদর্শিক নামকরণ করবে।
৯. ব্রিটিশ নকশা বর্জন করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর অবস্থান শরীয়াহ ও কৌশলগত প্রয়োজনে পরিবর্তন করবে। যেমন- সংসদ ভবনকে কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা, কেন্দ্রীয় জাদুঘরকে হোমিওপ্যাথি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মীরাস ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো আল্লাহর জমিনে ইনসাফ কায়েম করা, সম্পদ কুক্ষিগতকরণ রোধ করা এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবসান ঘটানো। জাকারিয়া মাসুদের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **ফারায়েজ ও ভূমি আইনের গভীর জ্ঞান:** আল-কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের জটিল উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শরীয়াহসম্মত আইনি তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় গভীর ফিকহী জ্ঞান তাঁর রয়েছে।
২. **ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত ও কৌশলগত নগর পরিকল্পনা:** ব্রিটিশ আমলের পুরোনো নকশা বর্জন করে কৌশলগত ও আদর্শিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় স্থাপনাগুলোর অবস্থান পরিবর্তন এবং স্থানসমূহের ইসলামিক নামকরণ করার মতো বৈপ্লবিক ও সাহসী সংস্কারবাদী মানসিকতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৩. **প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা:** অন্যায়ভাবে জমি দখলদারদের উচ্ছেদ, ভূমিহীন মুসলমানদের পুনর্বাসন এবং রাষ্ট্রীয় দলিল ও নকশার কঠোর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য যে আপসহীন প্রশাসনিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।



নাম: মুহিবুর রহমান খান

মন্ত্রণালয়ের নাম: ফাদলুল্লাহ মন্ত্রণালয়

পদবী: প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুহিবুর রহমান খান, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূ-রাজনীতি এবং জ্বালানি খাতের একজন প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদ ও গবেষক। তিনি আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সুষম ব্যবহার, খনিজ অনুসন্ধান এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নীতি প্রণয়নে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার, আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং ভূ-কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলামের সুনির্দিষ্ট সম্পদ বণ্টন নীতি এবং দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে তিনি একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. জাতীয় সম্পদের (বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস) সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে এবং অপচয় রোধ করবে।
২. বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও তার ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৩. ওয়াসার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে।
৪. দিনের আলোর ও বাতাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৫. খনিজ ও বিরল সম্পদের অনুসন্ধান করবে।
৬. দেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং ইসলামের বিধান মতে তার বণ্টন করবে।
৭. ইরান, রাশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জ্বালানি আমদানি করবে।
৮. প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের মজুদ নিশ্চিত করবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে খনিজ সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করার সকল কারখানা পরিচালনা করবে।
১০. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রের পরিচালনা করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে পাট ও চা রপ্তানি করবে এবং পাট দিয়ে দেশি পণ্য উৎপাদন করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর দেওয়া খনিজ ও জ্বালানি সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার ও ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা। মুহিবুর রহমান খানের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. খনিজ ও জ্বালানি খাতের কৌশলগত জ্ঞান: দেশের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও বিরল খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং এগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও বিতরণ নেটওয়ার্ক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার মতো প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক বুঝ তাঁর রয়েছে।

২. ভূ-রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক দূরদর্শিতা: জ্বালানি ঘাটতি মেটাতে ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে ইরান, রাশিয়া বা আফগানিস্তানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো থেকে কৌশলগতভাবে জ্বালানি আমদানি এবং দেশীয় পাট ও চা আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দূরদর্শী কূটনৈতিক সক্ষমতা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।

৩. পরিবেশবান্ধব ও শরীয়াহভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: সম্পদ অপচয় রোধে আল-কোরআনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন, বৃষ্টির পানি ও প্রাকৃতিক শক্তি দিনের আলো ও বাতাস ব্যবহারের মতো পরিবেশবান্ধব দূরদর্শিতা এবং জাতীয় সম্পদের বণ্টন সংক্রান্ত শরীয়াহর বিধানে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য রয়েছে।



নাম: ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক

মন্ত্রণালয়ের নাম: তিজারা মন্ত্রণালয়

পদবী: ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক, শিল্প উৎপাদন, করপোরেট ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামিক বাণিজ্যিক আইনের ওপর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন সফল প্রযুক্তিবিদ ও দূরদর্শী নীতি-নির্ধারক। পেশাগতভাবে প্রকৌশলী হওয়ার কারণে শিল্প খাতের উৎপাদন প্রক্রিয়া, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় তাঁর সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। একই সাথে তিনি ইসলামের ঐতিহ্যবাহী যাকাতভিত্তিক বাণিজ্য নীতি এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রায়োগিক দিক নিয়ে কাজ করছেন। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক জটিলতা দূর করে একটি স্বনির্ভর, পরিবেশবান্ধব ও শরীয়াহভিত্তিক জাতীয় বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাঁর সাংগঠনিক প্রজ্ঞা অনন্য।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. খিষ্টানদের লিমিটেড ও গ্রুপ কোম্পানি আইন বাতিল করবে এবং সিভিলিটেট ধ্বংস করবে।
২. মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক ব্যবসায়িক আইন বাস্তবায়ন করবে।
৩. মুসলমানদের সগীর, মুতাওয়াসসিত, কাবীর ব্যবসানীতি পরিচালনা করবে।
৪. ব্যবসায়ীদের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের অনুমোদন প্রদান করবে।
৫. নতুন মুতাওয়াসসিত ও কাবীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করবে।
৬. দেশের সকল আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ইপিজেড সমূহের পরিচালনা করবে।
৭. সকল পণ্যের মান যাচাই করবে এবং প্যাকেটজাত পণ্যের পরিবর্তে বেকারিপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৮. স্বাস্থ্য ও দেশ রক্ষায় প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবসা করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বালু ও পাথরের ব্যবসা করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব হলো বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য সিভিলিটেট ও সুদ-ভিত্তিক করপোরেট সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে একটি ইনসাফপূর্ণ ও হালাল প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা। ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. কারিগরি ও বাণিজ্যিক দক্ষতার অনবদ্য সমন্বয়: একজন প্রকৌশলী হিসেবে তিনি বৃহৎ শিল্প উৎপাদন, গুণগত মান যাচাই এবং ইপিজেড পরিচালনার মতো জটিল অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম।

২. ব্যবসায়িক শ্রেণিবিন্যাস ও নীতিমালার বুঝ: ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ স্তরের ব্যবসার জন্য পৃথক ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামিক ব্যবসানীতি প্রণয়ন এবং ব্যবসায়ীদের চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন তদারকি করার মতো কাঠামোগত জ্ঞান তাঁর রয়েছে।

৩. বৈপ্লবিক সংস্কার ও পরিবেশবান্ধব দূরদর্শিতা: পুঁজিবাদী লিমিটেড কোম্পানি আইন বাতিল করে সিভিলিটেট ভাঙার মতো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের নিজস্ব উৎস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও কৌশলগত প্রজ্ঞা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।



নাম: আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনান

মন্ত্রণালয়ের নাম: তারবিয়াহ মন্ত্রণালয়

পদবী: ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনান, সমসাময়িক তরুণ প্রজন্মের মাঝে অত্যন্ত সুপরিচিত একজন তরুণ ইসলামিক চিন্তাবিদ, সুবক্তা এবং শিক্ষা-গবেষক। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি দর্শন, ইতিহাস এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর গভীর পঠন রয়েছে। বর্তমান যুগের আধুনিক বস্তুবাদী ও সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা তুলে ধরে আল-কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি নৈতিক ও বিশ্বাসভিত্তিক বিকল্প শিক্ষাকাঠামো বিনির্মাণের পক্ষে তিনি দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জগুলো বুঝার পাশাপাশি তরুণদের মনোজগত পরিবর্তনের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার কারণে তিনি এই পদের জন্য একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র, সকল মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ব্যবসা ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
২. আহলুল জিম্মাহ ব্যতীত সকল স্কুল-কলেজকে দেওবন্দ কেন্দ্রিক মাদ্রাসায় রূপান্তর করে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করবে।
৩. দেওবন্দ-ভিত্তিক তিন ধাপে সিলেবাস প্রণয়ন করবে এবং শ্রেণিভিত্তিক বই নির্ধারণ করবে।
৪. প্রথম ধাপে প্রত্যেক ৫-১০ বছর বয়সি শিশুদের আল-কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
৫. দ্বিতীয় ধাপে ১১-১৭ বছর বয়সি বালক-বালিকার সাধারণ শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
৬. বালিকাদের দ্বিতীয় ধাপে বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. তৃতীয় ধাপে ১৮-২০ বছর বয়সি যুবকদের ব্যবসা বা কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৮. চতুর্থ ধাপে ২১-২৩ বছর বয়সি যুবকদের উচ্চতর গবেষণা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৯. পুরুষ ও নারীর পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করবে এবং রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরি সমূহ পরিচালনা করবে।
১০. শিক্ষা কেন্দ্রিক গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা করবে এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করবে।
১১. মুসলমানদের প্রয়োজনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করবে।
১২. প্রত্যেক মুসলমানকে আল-কোরআন গণশিক্ষা প্রদান করবে।
১৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে ছাত্ররা পড়বে তা ঠিক করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল ভিত্তি হলো আগামী প্রজন্মকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তৈরি করা। আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনানের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. আধুনিক ও ঐতিহ্যগত শিক্ষার গভীর বোঝাপড়া: আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার দর্শন ও সীমাবদ্ধতা যেমন তাঁর জানা, তেমনি ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দী ধারার মূল স্পিরিট ও তারবিয়াহ ব্যবস্থার গুরুত্বও তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেন। ফলে প্রচলিত স্কুল-কলেজকে সংস্কার করে দেওবন্দ কেন্দ্রিক নতুন শিক্ষাকাঠামোতে রূপান্তর করার সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক রূপরেখা তিনি দিতে সক্ষম।

২. তরুণদের মনস্তত্ত্ব ও গণশিক্ষায় জনপ্রিয়তা: তরুণ সমাজ ও সাধারণ মুসলমানদের সাথে তাঁর চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ও বৈচারিক সংযোগ রয়েছে। এই গণযোগাযোগের দক্ষতা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল-কোরআন গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং বয়স ভিত্তিক চার স্তরীয় কঠোর শিক্ষানীতি দেশব্যাপী সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।



নাম: ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি

মন্ত্রণালয়ের নাম: শিফা মন্ত্রণালয়

পদবী: চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা-দর্শনের ওপর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন আধুনিক ও দূরদর্শী চিকিৎসক ও গবেষক। তিনি একদিকে যেমন প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা রাখেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে করপোরেট বাণিজ্য ও অনৈতিক চুক্তি বন্ধ করে একে মানবসেবা ও শরীয়াহর আলোকে একটি বিশুদ্ধ সেবামূলক খাত হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রশাসনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা অনন্য।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে দুই বছর বয়সি সকল শিশুর চিকিৎসা ও ওষুধ সম্পূর্ণ ফ্রিতে প্রদান করবে।
২. রোগ হাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৩. হোমিও চিকিৎসাকে উন্নত করবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহার করবে।
৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশে দশ-১০টি হোমিও বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার তৈরি করবে।
৫. সকল প্রকার ক্ষতিকর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বন্ধ করবে।
৬. শিশুদের ও নারীদের সকল প্রকার পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন-টিকা বন্ধ করবে।
৭. সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করবে এবং স্বাভাবিক প্রসবের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৮. সিজার করার পূর্বে ডাক্তারদের লিখিতভাবে যথার্থ কারণ উল্লেখ নিশ্চিত করবে।
৯. ভ্যাকসিন ও ওষুধ ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে তার মান নিশ্চিত করবে।
১০. ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে কাজ করবে এবং রোগ অনুসারে ওষুধ উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার পরিচালনা করবে।
১১. মুসলমানদের চাহিদার চেয়ে বেশি চিকিৎসক নিশ্চিত করবে।
১২. সকল হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করবে এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।
১৩. সকল প্রকার ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ডাক্তার-ওষুধ কোম্পানির গোপন চুক্তি নিষিদ্ধ করে তাদের তদারকি করবে।
১৪. নতুন হাসপাতালের, ওষুধ কোম্পানির ও ফার্মেসির অনুমোদন প্রদান করবে।
১৫. সকল সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবে।
১৬. সকল ডাক্তারকে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রদান করবে এবং সকল ডাক্তারের ভিজিট নিয়ন্ত্রণ করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় চিকিৎসা মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো বাণিজ্যিক মানসিকতা পরিহার করে নাগরিকদের জন্য একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও ইনসার্পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ডা. শামসুল আরেফিন শক্তির এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. জনস্বাস্থ্য সংস্কার ও অনৈতিক বাণিজ্য রোধে দৃঢ়তা: ডাক্তার ও ওষুধ কোম্পানির ভেতরের গোপন চুক্তি ও অনৈতিক কমিশন বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ডাক্তারদের ভিজিট নির্ধারণ করার মতো কঠোর প্রশাসনিক তদারকি ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যে নৈতিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।

২. নিরাপদ ও প্রাকৃতিকভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার দূরদর্শিতা: সিজারিয়ান অপারেশনের অপ্রয়োজনীয় প্রবণতা রোধ করে স্বাভাবিক প্রসবের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ক্ষতিকর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন বন্ধ করার মতো সংবেদনশীল ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে তাঁর স্পষ্ট ও সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।



নাম: মুফতি যুবায়ের আহমদ কাসেমী

মন্ত্রণালয়ের নাম: ইবদা মন্ত্রণালয়

পদবী: আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞান বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতি যুবায়ের আহমদ কাসেমী, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ইসলামিক আইনজ্ঞ, গবেষক এবং দূরদর্শী চিন্তাবিদ। তিনি ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দি ধারার উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি বর্তমান যুগের আধুনিক বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি এবং এর মনস্তাত্ত্বিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে গভীর সচেতনতা রাখেন। ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকেই যে আধুনিক প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যবহার করা সম্ভব—এই বিশ্বাসে তিনি একনিষ্ঠ। প্রযুক্তিগত পরিনির্ভরশীলতা দূর করে মুসলমানদের নিজস্ব নিরাপদ প্রযুক্তি বলয় গড়ে তোলার তাত্ত্বিক ও কৌশলগত জ্ঞান তাঁর রয়েছে।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. ক্যামেরার ব্যবহার কমিয়ে আনবে এবং চিপ প্রযুক্তিতে জনগণকে দক্ষ করবে।
২. বৈশ্বিক ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অশ্লীল কনটেন্ট সম্পূর্ণ বন্ধ করবে।
৩. ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক রশ্মি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়্যারলেসের ব্যবহার কমিয়ে আনবে।
৪. নিরাপত্তার স্বার্থে বিদেশি কোডিংয়ের বিকল্প হিসেবে নিজস্ব এনক্রিপশন ও বাইনারি পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।
৫. ডাক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৬. নতুন প্রযুক্তির জন্য গবেষণা পরিচালনা করবে।
৭. কৃষি খাতের জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে।
৮. রাষ্ট্রীয় সকল অনলাইন সেবা প্রদান করবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে ভয়েস কল ও ইন্টারনেটের ব্যবসা পরিচালনা করবে।
১০. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে দেশের সকল মোবাইল টাওয়ার ও সিম পরিচালনা করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বৈশ্বিক সংযোগ মুক্ত মুসলমানদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হোস্টিং পরিচালনা করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে কুরিয়ারের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি পণ্যের আদান-প্রদান করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো স্থিষ্টান সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক ও নিরাপদ বিকাশ নিশ্চিত করা। মুফতি যুবায়ের আহমদ কাসেমীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব ও সাইবার নিরাপত্তার বুঝ:** বিদেশী কোডিংয়ের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব এনক্রিপশন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক সংযোগ মুক্ত মুসলমানদের নিজস্ব নিরাপদ ওয়েবসাইট ও হোস্টিং নেটওয়ার্ক তদারকি করার মতো সুদূরপ্রসারী আইটি নিরাপত্তা সচেতনতা তাঁর মধ্যে রয়েছে।
২. **নৈতিক ও নিরাপদ প্রযুক্তির বাস্তবায়ন:** বৈশ্বিক ইন্টারনেটের কুপ্রভাব ও অশ্লীল কনটেন্ট বন্ধের পাশাপাশি ওয়্যারলেসের ক্ষতিকারক রশ্মি ও ক্যামেরার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মতো জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সুরক্ষামূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাঁর শরীয়াহভিত্তিক দৃঢ়তা রয়েছে।
৩. **রাষ্ট্রীয় টেলিকম ও আইটি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা:** দেশের সকল মোবাইল টাওয়ার, সিম, ভয়েস কল ও সামগ্রিক ইন্টারনেট খাতকে রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম বৃহৎ উৎসে রূপান্তর করা এবং ডাক ও কুরিয়ার সেবার আধুনিকায়নে তাঁর চমৎকার প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দূরদর্শিতা বিদ্যমান।



নাম: মুফতী শফিকুল ইসলাম

মন্ত্রণালয়ের নাম: মায়িদাহ মন্ত্রণালয়

পদবী: খাদ্য উৎপাদন ও ত্রাণ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতী শফিকুল ইসলাম, ঢাকা অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত ইসলামিক আইনজ্ঞ (মুফতী), গবেষক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামিক আইনশাস্ত্র, হালাল-হারাম খাদ্য বিশ্লেষণ এবং কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত শরীয়াহর নীতিমালায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আধুনিক বাজার ব্যবস্থার খাদ্য ভেজাল, ক্ষতিকর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মজুদদারির মতো সংকটগুলো নিরসনে তিনি দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সচেতনতামূলক জ্ঞান রয়েছে। দেশের কৃষি ও পশুপালন খাতের প্রাকৃতিক স্বনির্ভরতা অর্জন, হালাল খাদ্যের নিশ্চয়তা এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও প্রশাসনিক দূরদর্শিতা অনন্য।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন বন্ধ করবে।
২. দেশীয় পশু-পাখি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করবে এবং ছোট নদীর পাশে গবাদি পশুর খামার তৈরি করবে।
৩. প্রয়োজনীয় সার আমদানি করবে এবং প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৪. সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে।
৫. পুকুরসমূহে মাছের উৎপাদনের তদারকি করবে এবং ছোট মাছ রক্ষায় পুকুরে সাবানের ব্যবহার কমাতে।
৬. খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং খাদ্য থেকে ফরমালিন ও ভেজাল দূর করবে।
৭. ব্রয়লার মুরগির ব্যবহার হ্রাস করবে ও প্যাকেটজাত খাবার কমাতে।
৮. খাদ্য তালিকা থেকে হারাম E-numbers বা হারাম জেলটিনের উৎস বন্ধ করবে।
৯. মজুদদারি রোধে আড়তদারদের ১০-৩০ দিন অন্তর পণ্য খালাস নিশ্চিত করবে।
১০. প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে।
১১. দেশের হিমাগারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং মজুদ পণ্যের তালিকা সংরক্ষণ করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় সকল খাদ্য গুদাম পরিচালনা করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি অবস্থায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
১৩. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে পশুর চামড়া রপ্তানি করবে এবং চামড়া দিয়ে দেশি পণ্য উৎপাদন করবে।
১৪. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে পশু থেকে হালাল জেলটিন উৎপাদন করে বাজারজাত করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব হলো নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল, ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিগত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগে ইনসাফভিত্তিক ত্রাণ বণ্টন করা। মুফতী শফিকুল ইসলামের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

- ১. হালাল-হারাম খাদ্য ও ফিকহী জ্ঞান:** মুফতী হিসেবে খাদ্য উপাদানে ব্যবহৃত রাসায়নিক, ক্ষতিকর ব্রয়লার মুরগি, হারাম E-numbers ও হারাম জেলটিনের উৎস শনাক্ত করে তা কঠোরভাবে বন্ধ করার এবং বিকল্প হিসেবে হালাল জেলটিন শিল্প গড়ে তোলার ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক দূরদর্শিতা তাঁর রয়েছে।
- ২. মজুদদারি ও বাজার নিয়ন্ত্রণে দৃঢ়তা:** ইসলামের কঠোর অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী আড়তদারদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস নিশ্চিত করা, হিমাগার ও গুদামসমূহের মজুদ পণ্যের কঠোর তদারকি করা এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী সিভিলিকিট দমনের প্রশাসনিক প্রজ্ঞা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।
- ৩. প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব খাদ্য নীতি:** অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, রাসায়নিকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ছোট মাছ ও নদীকেন্দ্রিক গবাদি পশু উৎপাদন বৃদ্ধির মতো টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নীতি বাস্তবায়নে তাঁর গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বুঝ রয়েছে।



নাম: রফিকুল ইসলাম মাদানী

মন্ত্রণালয়ের নাম: সাবিল মন্ত্রণালয়

পদবী: যোগাযোগ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: রফিকুল ইসলাম মাদানী, তরুণ প্রজন্মের মাঝে অত্যন্ত সুপরিচিত একজন ইসলামিক বক্তা, চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামিক শরীয়াহ ও উম্মাহর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুশৃঙ্খল কাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছেন। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং স্থিতিশীল সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে নিজস্ব আদর্শিক বলয় বিনির্মাণে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দেশব্যাপী সমাদৃত। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেবল যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, একে ইসলামিক নৈতিকতা এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তার একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রয়েছে।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মাগরিবের পর যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সকল অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণ করবে।
২. নারীদের যানবাহন চালানো ও মোটরবাইক আরোহণ নিষিদ্ধ করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
৩. সড়ক কেন্দ্রিক সকল যানবাহনের ও চালকের অনুমোদন প্রদান করবে।
৪. দেশের যানজট নিরসন করবে এবং সকল বাজারে গাড়ি রাখার স্থান নির্ধারণ করবে।
৫. সড়কমুখী বাজারসমূহ পুনর্গঠন করে সড়কের বাইরে স্থানান্তর করবে।
৬. সড়ক ও বিমান-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৭. দেশে রেল ও নদী-কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি করবে।
৮. দেশের নতুন সড়ক, সেতু, বন্দর ও রেল নির্মাণ কাজ করবে।
৯. সড়কগুলোর নাম পরিবর্তন করবে। যেমন- ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক থেকে মসজিদাবাদ-তাওহিদাবাদ মহাসড়ক।
১০. মহাসড়কের পাশে চালকদের নামাজ ও বিশ্রামের জন্য মুসাফিরখানা চালু করবে।
১১. সকল সড়ক ডানমুখী করবে এবং যানবাহনের গায়ে কালিমা লেখা ও প্রবেশপথে মাশা-আল্লাহ লেখা বাস্তবায়ন করবে।
১২. সরকারি আমদানি পণ্য বিতরণের জন্য ট্রাক সেবা প্রদান করবে।
১৩. সড়ক ও যানবাহন কেন্দ্রিক আইন প্রণয়ন করবে।
১৪. গণপরিবহন উন্নয়ন করবে এবং ব্যক্তিগত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করবে।
১৫. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বাস সেবা, রেল সেবা ও বিমান সেবা প্রদান করবে।
১৬. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে রেলে পাথর পরিবহন করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো জনভোগান্তি দূর করা, সাশ্রয়ী পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করা এবং সড়কের প্রতিটি স্তরে ইসলামিক অনুশাসন ফুটিয়ে তোলা। রফিকুল ইসলাম মাদানীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. আদর্শিক সংস্কার ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা: মহাসড়কের নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক নামকরণ করা, যানবাহনে কালিমা ও মাশা-আল্লাহ লেখা নিশ্চিত করা এবং সড়কে নারীদের চালকের ভূমিকা বা মোটরবাইক আরোহণ বন্ধ করার মতো কঠোর ঐতিহ্যগত ও আইনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাঁর আপসহীন মানসিকতা রয়েছে।

২. সামাজিক শৃঙ্খলা ও সময় সচেতনতা: মাগরিবের পর যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে সমাজকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও স্বাস্থ্যকর রুটিনে ফিরিয়ে আনার যে দূরদর্শিতা, তা তাঁর স্বভাবসুলভ নিয়মানুবর্তিতার সাথে সংগতিপূর্ণ।



নাম: মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

মন্ত্রণালয়ের নাম: ইমারাতুল মসজিদ
মন্ত্রণালয়

পদবী: মসজিদ শূরা ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক
আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান, একজন প্রবীণ আলেম এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামিক সমাজ কাঠামো, মসজিদভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এবং তৃণমূল পর্যায়ে দ্বীনি দাওয়াত (তাবলীগ) ও সমাজ উন্নয়নে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী শূরা (পরামর্শ) ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি বৈপ্লবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানে তিনি অনন্য। সমাজসেবা, এতিম-বিধবা ও মজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আন্তরিকতা এবং আলেম সমাজের মাঝে তাঁর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে এই পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত করে তুলেছে।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মসজিদে খ্রিষ্টানদের সভাপতি ভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতি বাদ দিয়ে, মুসলমানদের শূরা পরিচালনা পদ্ধতি চালু করবে।
২. মুসলমানদেরকে নিয়মিত নামাজ-রোজা এবং তাবলীগে অংশগ্রহণে জন্য উৎসাহিত করবে।
৩. মসজিদের ইমামগণ যাকাত ও উশর সংগ্রহ করবে এবং আল-কোরআনের আইন অনুসারে যাকাত বণ্টন করবে।
৪. মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দিন ও সপ্তাহের প্রথম দিন জুমাবারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৫. মুসলমানদের জন্য জুমাবার পূর্ণ দিন ও বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস ছুটি নিশ্চিত করবে।
৬. মুসলমানদের কর্মঘণ্টা ফজর থেকে আসর পর্যন্ত পরিচালনা করবে।
৭. সকল কারখানায় নামাজের জন্য নির্ধারিত বিরতি নিশ্চিত করবে।
৮. ইমারাতুল মসজিদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মসজিদ আমির, সহকারী আমির ও উন্নয়ন আমির কাজ করবেন।
৯. মুসলমানদের বিবাহসমূহ নথিবদ্ধ করবে এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধ করবে।
১০. মুসলিম এতিম-বিধবা ও মজলুম পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান নিশ্চিত করবে।
১১. অভাবী-গরিব ও নব-মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান নিশ্চিত করবে।
১২. যাকাত উত্তোলনের পরে যাকাত আদায়কারীর অংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল তহবিলে জমা করবে।
১৩. মসজিদের ইমাম সাহেব সকল মামলার ও অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন মারকাযে জমা প্রদান করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইমারাতুল মসজিদ হলো রাষ্ট্রের সামাজিক ও তৃণমূল প্রশাসনিক কাঠামোর হৃৎপিণ্ড, যেখানে মসজিদই হবে বিচার, শাসন এবং সামাজিক নিরাপত্তার মূল কেন্দ্র। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খানের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. মসজিদভিত্তিক শূরা ব্যবস্থার প্রাজ্ঞতা: খ্রিষ্টান ধাঁচের কমিটি বা সভাপতি প্রথার অসারতা দূর করে মসজিদের ইমামদের নেতৃত্বে খাঁটি ইসলামিক শূরা ব্যবস্থা চালুর এবং তৃণমূল পর্যায়ে মসজিদ আমির, সহকারী আমির ও উন্নয়ন আমিরদের একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক চেইনে নিয়ে আসার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে।

২. ইসলামিক রুটিন ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণের দূরদর্শিতা: জুমাবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন ও পূর্ণ ছুটি ঘোষণা, বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস ছুটি এবং কর্মঘণ্টাকে ফজর থেকে আসর পর্যন্ত নির্ধারণ করার মতো বৈপ্লবিক সময়-ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় রুটিন সংস্কারের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বুঝ তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।



নাম: মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী

মন্ত্রণালয়ের নাম: নামল মন্ত্রণালয়

পদবী: পরিবেশ ও নদী বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, একজন প্রখ্যাত ইসলামিক আইনজ্ঞ, দূরদর্শী বক্তা, লেখক এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামিক শরীয়াহর পাশাপাশি সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক প্রভাব সম্পর্কে গভীর সচেতনতা রাখেন। আল্লাহর সৃষ্টি এই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, নদী ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং মানবসৃষ্ট দূষণ থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজ সচেতনতামূলক কাজ করে আসছেন। প্রকৃতির সুরক্ষাকে একটি বড় ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে তাঁর প্রাজ্ঞ ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অনন্য।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. প্রতিবছর প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসতবাড়িতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবে। যেমন- ছোট চকলেটের প্যাকেট কোথায় রাখবে এবং কীভাবে তা রান্নার কাজে-আগুনে ব্যবহার করবে।
২. পলিথিন-মুক্ত পরিবেশ ও দূষণ-মুক্ত কলকারখানা গঠনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৩. গরমের প্রভাব কমাতে পাহাড় রক্ষা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করবে।
৪. প্রতি বছর বন্যা এবং নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও নদী খনন কাজ করবে।
৫. দেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে এবং ছোট নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে পানির উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।
৬. নদীর বাঁধ থেকে নেওয়া পলিমাটি দিয়ে প্রাকৃতিক সার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।
৭. ইটের পরিবর্তে পাথর-সিমেন্ট মিশ্রিত ইটের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৮. দেশের পাহাড়-বন ও নদীর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিচালনা করবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে চা-পাতার উৎপাদন করবে এবং পাট রপ্তানি করবে।
১০. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বৃক্ষরোপণ করে তার পরিপক্বতার পর বিক্রয় করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে জলপ্রপাত থেকে পাথর উত্তোলন করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বন থেকে গাছ সংরক্ষণ করে বাজারজাত করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবেশ ও নদী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব হলো আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা, দূষণমুক্ত সমাজ গঠন করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্থায়ী সমাধান বের করা। মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি শরীয়াহভিত্তিক গভীর বুঝ:** ইসলামে পরিবেশ সংরক্ষণ ও নদী রক্ষা যে মানুষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব আমানত, সে বিষয়ে তাঁর গভীর ফিকহী জ্ঞান রয়েছে। ইটের বদলে পাথর-সিমেন্টের ইট ব্যবহার বা নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের মতো টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার ধর্মীয় ও বাস্তব বুঝ তাঁর রয়েছে।
২. **সচেতনতামূলক শিক্ষানীতি ও তৃণমূলের বুঝ:** বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শিশুদের চকলেটের খোসা বা গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করার যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, তা তাঁর সমাজ সংস্কারক চরিত্রের সাথে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ।



নাম: কাকরাইল মসজিদ আমির

মন্ত্রণালয়ের নাম: তাবলীগ মন্ত্রণালয়

পদবী: সংস্কৃতি ও সম্প্রচার বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: কাকরাইল মসজিদের আমির বা ফয়সাল (মুরব্বী), বিশ্ব দাওয়াতে তাবলীগের মূল মারকাযের প্রধান এবং আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক অভিভাবক। তিনি দল-মত নির্বিশেষে দেশের কোটি কোটি মুসলমানের হেদায়েত, আত্মশুদ্ধি এবং সুন্নাহর আলো ছড়ানোর কাজে একনিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা দাওয়াতের বিশাল নেটওয়ার্ক এবং বিশ্ব ইজতেমার মতো সুবিশাল মুসলিম মহাসমাবেশ পরিচালনার দীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কেবল আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুশৃঙ্খল সংস্কৃতি গড়ে তোলার অনন্য যোগ্যতার কারণে তিনি এই পদের জন্য সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল সভার শুরুতে সূরা ফাতিহা পাঠ এবং সভার শেষে দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করাকে বাস্তবায়ন করবে।
২. মাইকে আজান ও আল-কোরআন তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য ধর্মগ্রন্থ বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিয়ন্ত্রণ করবে।
৩. দেশে আল-কোরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে এবং মানুষের শারীরিক খেলাধুলার ব্যবস্থা করবে।
৪. মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াতে তাবলীগ-দল এই মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করবে।
৫. দেশে প্রতি বছর ইজতেমার আয়োজন তাবলীগ মন্ত্রণালয় করবে।
৬. রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম পরিচালনা করবে এবং সকল সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. ইসলামিক সরকারের সকল সমাবেশ ও সম্মেলন পরিচালনা করবে। যেমন- মুফতি ও আলেম সম্মেলন, হাফেজ সম্মেলন।
৮. আল্লাহর আইন মান্য করার ফজিলত বর্ণনা করবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
৯. সুন্নাহর মধ্যে মতভেদ দূর করে একীভূত ইসলামি দর্শন প্রচার করবে।
১০. সাধারণ জনগণের জিহাদের চেতনা ও ইবাদতের জন্য সপ্তাহে এক-১ রাত শবগুজারি নিশ্চিত করবে।
১১. পুরুষ-নারীর ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন ও পণ্য উৎপাদন বন্ধ করবে।
১২. মজলুম মুসলিমদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করবে।
১৩. আহলুল জিম্মাহ (কাফের)-দের জন্য পৃথক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
১৪. শরণার্থী সমস্যা নিরসন এবং বহিষ্কৃতদের প্রত্যাশন তদারকি করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কৃতি ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো খ্রিষ্টান অপসংস্কৃতি দূর করে ঈমানি ও দাওয়াহভিত্তিক একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ করা। কাকরাইল মসজিদের আমিরের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. দাওয়াত ও সুবিশাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনার অভিজ্ঞতা: প্রতি বছর টঙ্গীর তুরাগ তীরে লাখ লাখ মুসলিমের অংশগ্রহণে বিশ্ব ইজতেমা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজন করার যে বিশাল অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে, তা দিয়ে রাষ্ট্রের সকল বড় সম্মেলন এবং দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য সাপ্তাহিক শবগুজারি সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।

২. নৈতিক সমাজ গঠন ও প্রচার মাধ্যমের শুদ্ধিকরণ: প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়ায় অশ্লীলতা ও ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন বন্ধের পাশাপাশি আল্লাহর আইনের ফজিলত বর্ণনার মাধ্যমে সমাজকে ভেতর থেকে পরিশুদ্ধ করার মানসিকতা তাবলীগ জামায়াতের মূল দর্শনের অংশ। একই সাথে দেশ-বিদেশে থাকা বিশাল দাঈ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মজলুম ও শরণার্থী মুসলমানদের পুনর্বাসন এবং মানবিক প্রসারে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অনন্য।



নাম: মুফতি হারুন ইজহার

মন্ত্রণালয়ের নাম: মুরসালীন মন্ত্রণালয়

পদবী: পররাষ্ট্র ও চুক্তি বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতি হারুন ইজহার, একজন খ্যাতনামা দূরদর্শী ইসলামিক চিন্তাবিদ, তুখোড় বক্তা এবং ভূ-রাজনীতি গবেষক। তিনি বিশেষ করে সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মুসলিম উম্মাহর নানামুখী সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে গভীর পঠন ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য পরিচিত। আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক ঐক্য এবং খ্রিস্টান কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের বাইরে গিয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে তাঁর স্পষ্ট ও সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামিক স্বার্থ রক্ষা এবং চুক্তিসমূহের শরীয়াহসম্মত ও কৌশলগত দিক নির্ধারণে তিনি একজন অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. দেশের দূতাবাসসমূহ পরিচালনা করবে এবং আমদানি ও রপ্তানির জন্য চুক্তি করবে।
২. ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সুইফট কোডের বিকল্প হিসেবে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আদান-প্রদান করবে।
৩. প্রবাসীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।
৪. প্রবাসীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৫. মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে আরবি ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৬. আরব দেশগুলোর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে।
৭. দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবে।
৮. বিদেশি সংস্থার প্রবেশ ও অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করবে।
৯. বিদেশি কোম্পানিগুলোর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে।
১০. মুসলমানদের রাষ্ট্রনীতি অনুসারে কাফেরদের সাথে চুক্তি করবে।
১১. মৃত প্রবাসীর মরদেহ ফ্রিতে তার স্বজনদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে।
১২. প্রবাসে অবস্থিত সকল শ্রমিককে ফ্রিতে পাসপোর্ট প্রদান করবে।
১৩. প্রবাসী শ্রমিকদের ফ্রিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা দূর করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং প্রবাসী মুসলিম শ্রমিকদের অধিকারের পূর্ণ হেফাজত করা। মুফতি হারুন ইজহারের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. ভূ-রাজনৈতিক সচেতনতা ও কৌশলগত কূটনীতি: সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর চালচলন সম্পর্কে তাঁর গভীর পড়াশোনা রয়েছে। ফলে খ্রিস্টান অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের বিকল্প তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অন্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনে ইসলামের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার দূরদর্শিতা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।

২. প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণমুখী মানসিকতা: প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ফ্রি পাসপোর্ট, ফ্রি চিকিৎসা এবং মৃত প্রবাসীর মরদেহ ফ্রিতে দেশে ফিরিয়ে আনার মতো সংবেদনশীল ও বড় মাপের জনকল্যাণমূলক নীতিমালার সফল রূপায়ণ এবং বিদেশি কোম্পানি ও সংস্থার অনধিকার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে তাঁর কঠোর প্রশাসনিক ও তাত্ত্বিক নেতৃত্ব অত্যন্ত কার্যকর হবে।



নাম: মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী

মন্ত্রণালয়ের নাম: সাফ মন্ত্রণালয়

পদবী: স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী, একজন প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ, আধ্যাত্মিক সংস্কারক ও সমাজ সুসংহতকরণ আন্দোলনের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামিক শরীয়াহর শাসন এবং একটি সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে কাজ করে আসছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলয় তৈরির মাধ্যমে অপরাধ দমন এবং যুবসমাজকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও সুশৃঙ্খল বাহিনীতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও আপসহীন নেতৃত্ব অত্যন্ত সুপরিচিত।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সাফ মন্ত্রণালয় দেশের ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধা-সামরিক বাহিনী পরিচালনা করবে।
২. দেশের সীমান্তবাহিনী, পুলিশ ও আনসারদের সম্মিলিত নাম হবে কুওয়াতুল ইসলাম বাহিনী।
৩. দেশের আধা-সামরিক বাহিনী আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবে এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
৪. দেশের আধা-সামরিক বাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ তৈরি করবে।
৫. দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর আয়ের উৎস হিসেবে কেমিক্যাল ও গ্যাসের ব্যবসা করবে।
৬. দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর একটি শাখা চোরাচালান, মাদক ও রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত করবে।
৭. আধা-সামরিক বাহিনীর একটি শাখা আমর বিল মারুফ ও হুকুমুল্লাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে।
৮. দেশের সকল জনগণের তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি করবে।
৯. আঠারো-১৮ বছর বয়সীদের জন্য এক চিল্লা-৪০ দিনের আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
১০. দেশের সকল অভ্যন্তরীণ অপরাধীকে বন্দী করে তাদের বিচার কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।
১১. অগ্নিকাণ্ড ও জরুরি উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রতিটি মডেল মসজিদ ভিত্তিক শক্তিশালী উদ্ধারকারী দল গঠন করবে।
১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, পার্ক, জিম এবং কর্মক্ষেত্রসহ সকল জনসমাগমের স্থানে পুরুষ ও নারীর জন্য কঠোর পৃথকীকরণ নীতি নিশ্চিত করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জান-মাল, ইজ্জত পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা। মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **সুশৃঙ্খল যুবসমাজ ও জাতীয় প্রতিরক্ষার দূরদর্শিতা:** ১৮ বছর বয়সীদের জন্য এক চিল্লা বা ৪০ দিন-এর আধা-সামরিক প্রশিক্ষণের মতো আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতার চমৎকার সমন্বয় ঘটানোর রূপরেখা কেবল তাঁর মতো একজন আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক নেতার পক্ষেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
২. **সমন্বিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও কঠোর প্রশাসনিক তদারকি:** প্রচলিত পুলিশ, আনসার ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে একীভূত করে কুওয়াতুল ইসলাম বাহিনী গঠন, সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর কঠোর নজরদারি এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার জন্য যে অদম্য প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।



নাম: মুফতী ফখরুল ইসলাম

মন্ত্রণালয়ের নাম: মারসুস মন্ত্রণালয়

পদবী: সশস্ত্র মুজাহিদ বিষয়ক আমির

ব্যক্তির পরিচয়: মুফতী ফখরুল ইসলাম, ইসলামিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, জিহাদ বিল মাল ওয়ান নাফস এবং সমসাময়িক ভূ-কৌশলগত নিরাপত্তা নীতির ওপর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজ্ঞ ও গবেষক। তিনি আল-কোরআনের বুনিয়াদে মারসুস সীসাঢালা প্রাচীর নীতির আলোকে মুসলিম উম্মাহর সামরিক শক্তিকে একীভূত ও পুনর্গঠন করার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দূরদর্শিতা রাখেন। তাঁর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের পরামর্শ ও সহযোগিতায় দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সম্পূর্ণ ঈমানি ও আধুনিক সামরিক প্রযুক্তিতে বলীয়ান করতে তিনি একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মারসুস মন্ত্রণালয় আল্লাহর আইনের ও মুসলমান জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামরিক বাহিনী পরিচালনা করবে।
২. দেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সম্মিলিত নাম হবে কুওয়াতুল মুসলিমিন বাহিনী।
৩. সামরিক বাহিনী বহিঃবিশ্বের ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করবে।
৪. দেশের সামরিক বাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করবে।
৫. দেশের সামরিক বাহিনী মুসলমানদের সাহায্যে অভিযান পরিচালনা করবে।
৬. সামরিক বাহিনী সকল মডেল মসজিদের শূরা সদস্যদেরকে এক চিল্লা-৪০ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৭. সামরিক বাহিনীর আয়ের উৎস হিসেবে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসা করবে।
৮. সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পরিবারকে আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।
৯. সামরিক বাহিনীর বাজেট প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, বেতন-ভাতা ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে।
১০. সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে আল-কোরআন শিক্ষা প্রদান করবে এবং ইসলামিক কার্যক্রমের তদারকি করবে।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সশস্ত্র মুজাহিদ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো উম্মাহর সামরিক সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা, বহিরাগত শক্তির আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মুফতী ফখরুল ইসলামের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. সমন্বিত সামরিক বাহিনী ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন: দেশের তিন বাহিনীকে একীভূত করে কুওয়াতুল মুসলিমিন বাহিনী গঠন এবং প্রতিটি সামরিক সদস্যের জন্য আল-কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে সামরিক দক্ষতার সাথে সর্বোচ্চ নৈতিক ও ঈমানি শক্তির সমন্বয় ঘটানোর সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তাঁর রয়েছে।

২. তৃণমূল প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা: মডেল মসজিদের শূরা সদস্যদের এক চিল্লা বা ৪০ দিন-এর সামরিক প্রশিক্ষণের আওতায় এনে প্রতিটি জনপদে একটি সুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার সাংগঠনিক প্রজ্ঞা তাঁর রয়েছে। পাশাপাশি ভারী শিল্প তথা লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর নিজস্ব টেকসই রাজস্বের উৎস নিশ্চিত করার প্রশাসনিক সক্ষমতা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।



নাম: মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ফারুকী

নিরাপত্তা: ইমামুল জিহাদ

পদবী: সামরিক প্রধান

ব্যক্তির পরিচয়: মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ফারুকী, সিলেট অঞ্চলের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয়, ঐতিহ্যবাহী ও প্রবীণ শীর্ষস্থানীয় আলেম, আধ্যাত্মিক সুফি সাধক এবং ইসলামিক সমাজ ও প্রতিরক্ষা দর্শনের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি উম্মাহর ঐক্য, নৈতিক পুনরুত্থান এবং বীরত্বগাথা ইসলামিক ইতিহাসের ওপর গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী। কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বৈষয়িক মোহমুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম মিল্লাতের জান-মাল, ইজ্জত ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি এক আপসহীন ও সর্বজনগ্রাহ্য অভিভাবক। তাঁর আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা ও ব্যক্তিত্ব দেশের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সর্বোচ্চ প্রেরণা ও শক্তির উৎস।

ইসলামিক সরকারের সামরিক প্রধান হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সর্বোচ্চ ইমামুল জিহাদ হিসেবে সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
২. কুওয়াতুল মুসলিমিন (সেনা, নৌ ও বিমান) এবং কুওয়াতুল ইসলাম (আধা-সামরিক) বাহিনীর প্রধান চালিকাশক্তি ও আধ্যাত্মিক সিপাহসালার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. আন্তর্জাতিক যেকোন সামরিক চুক্তি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা এবং যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণার চূড়ান্ত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
৪. বিশ্বের যেকোন প্রান্তে নির্যাতিত, মজলুম ও শরণার্থী মুসলমানদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্রীয় সামরিক অভিযানের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন।
৫. মারসুস-সশস্ত্র মুজাহিদ এবং সাফ-স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন এবং দুই বাহিনীর নীতিগত তদারকি করবেন।
৬. প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল স্তরে খ্রিষ্টান ও গুপনিবেশিক সংস্কৃতির বিলোপ ঘটিয়ে শতভাগ সুন্নাহভিত্তিক সামরিক ও জিহাদী চেতনার বিস্তার নিশ্চিত করবেন।
৭. জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর সামরিক প্রকল্পসমূহ সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করবেন।

সামরিক প্রধান হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইমামুল জিহাদ পদটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মর্যাদাপূর্ণ, যার জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ আমানতদারিতা, সাহসিকতা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ফারুকীর এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অভিভাবকত্ব:** সামরিক বাহিনীর কেবল বাহ্যিক শক্তির চেয়ে ভেতরের ঈমানি ও আধ্যাত্মিক শক্তিই বিজয়ের মূল চাবিকাঠি। তাঁর মতো একজন প্রবীণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব সমগ্র বাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগের চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম।
২. **সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও সুসংহত নেতৃত্ব:** সিলেটসহ দেশব্যাপী সর্বস্তরের আলেম ও সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর গভীর গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান রয়েছে। এই সর্বজনীন ভাবমূর্তি দেশের সব সশস্ত্র বাহিনীকে একটি একক ও অভিন্ন লক্ষ্য—অর্থাৎ আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার পতাকাতে ঐক্যবদ্ধ রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।
৩. **কৌশলগত ও ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রজ্ঞা:** ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে যেকোন জটিল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে শান্ত ও দৃঢ়চিত্তে সঠিক সামরিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং ইনসাফপূর্ণ যুদ্ধনীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।



নাম: মাওলানা মীর ইদ্রিস

নিরাপত্তা: ইমামুল ইমারাহ

পদবী: আধ-সামরিক প্রধান

ব্যক্তির পরিচয়: মাওলানা মীর ইদ্রিস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন অত্যন্ত সুপরিচিত, প্রাজ্ঞ ও প্রভাবশালী শীর্ষস্থানীয় আলেম, শিক্ষাবিদ এবং সুসংগঠক। তিনি ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক আইনশাস্ত্র, সমাজে কাঠামো এবং শৃঙ্খলা রক্ষার নীতিমালায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি মারকাযসমূহের সাথে সম্পৃক্ততার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনমানুষের মাঝে নৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। কোন প্রকার জাগতিক লোভ বা রাজনৈতিক জটিলতামুক্ত হয়ে সমাজকে ভেতর থেকে সুরক্ষিত রাখা, অপরাধ দমন এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর আপসহীন নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সর্বজনস্বীকৃত।

ইসলামিক সরকারের আধ-সামরিক প্রধান হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. দেশের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আধা-সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ প্রধান ইমামুল ইমারাহ হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
২. কুওয়াতুল ইসলাম বাহিনী (সীমান্তরক্ষী, পুলিশ ও আনসার)-এর সুশৃঙ্খল পরিচালনা, মোতায়েন এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করবেন।
৩. দেশের ১৮ বছর বয়সী যুবকদের জন্য এক চিল্লা বা ৪০ দিন-এর আধা-সামরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ নীতি, তা দেশব্যাপী সফলভাবে বাস্তবায়ন করবেন।
৪. দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, চোরাচালান ও মাদক নির্মূল এবং অপরাধ দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে চূড়ান্ত মাঠপর্যায়ের অভিযান তদারকি করবেন।
৫. মডেল মসজিদভিত্তিক গঠিত অগ্নি-নির্বাপণ ও জরুরি উদ্ধারকারী দলসমূহের সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি ও প্রস্তুতি সরাসরি তত্ত্বাবধান করবেন।
৬. জনসমাগমের স্থানসমূহে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, পার্ক ও যানবাহন) শরীয়াহসম্মত পুরুষ ও নারীর কঠোর পৃথকীকরণ নীতি বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ের বাহিনীকে আদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
৭. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যেকোন সংকট, দাঙ্গা বা জরুরি পরিস্থিতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আধা-সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

আধ-সামরিক প্রধান হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইমামুল ইমারাহ বা আধা-সামরিক প্রধানের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশের ভেতরের জন-মাল রক্ষা এবং নাগরিকদের নৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা সরাসরি এই পদের ওপর নির্ভরশীল। মাওলানা মীর ইদ্রিসের এই পদের যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. **দৃঢ় সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব:** চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। আধা-সামরিক বাহিনীকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে এনে দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ অপরাধ দমনে এই প্রশাসনিক দৃঢ়তা অত্যন্ত কার্যকর হবে।
২. **সমাজ সংস্কার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি:** দল-মত বা আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথে ভেজাল, মাদক, চোরাচালান ও সামাজিক অনাচার দূর করার জন্য যে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও আমানতদারিতা দরকার, তা তাঁর চরিত্রে স্পষ্ট। প্রতিটি মডেল মসজিদকে সামাজিক সুরক্ষার দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার মতো মাঠপর্যায়ের প্রজ্ঞা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।



নাম: আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক

সম্পদ রক্ষক: গভর্নর

পদবী: রাষ্ট্রীয় কোষাগার আমির

ব্যক্তির পরিচয়: আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক, একজন প্রখ্যাত তরুণ ইসলামিক চিন্তাবিদ, সুবক্তা এবং সমাজ ও অর্থনীতি গবেষক। তিনি মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সমাপন করেছেন এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সমাজ সংস্কার, তাওহীদের প্রসার এবং বিদআত মুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করছেন। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে সুদ-মুক্ত অর্থনীতি, যাকাত ও উশর আদায়ের শরীয়াহসম্মত নীতিমালা এবং বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁর গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও স্পষ্ট একাগ্রতা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনে ইনসাফ কায়েম এবং দুর্নীতিমুক্ত আর্থিক খাত গঠনে তিনি যুবসমাজের কাছে অন্যতম এক অনুপ্রেরণা।

ইসলামিক সরকারের গভর্নর হিসাবে যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় কোষাগার তথা বায়তুল মাল পরিচালনা ও এর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।
২. দেশের অভ্যন্তরীণ সকল উৎস (যেমন যাকাত, উশর, খুমুস, জিজিয়া ও খারাজ) থেকে অর্জিত রাজস্ব সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করবেন।
৩. প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিয়াল ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে খাঁটি শরীয়াহসম্মত ও সুদ-মুক্ত ব্যাংকিং নীতি বাস্তবায়ন করবেন।
৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক অনুদানসমূহ সরাসরি ছাড় করবেন।
৫. এতিম, বিধবা, মজলুম, অভাবী এবং নব-মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ বণ্টন প্রক্রিয়া তদারকি করবেন।
৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে অর্জিত রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহের (যেমন সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) লভ্যাংশ বায়তুল মালে জমা নিশ্চিত করবেন।
৭. দেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধে কাগজের মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক (দিনার-দিরহাম) বা সম্পদ-সমর্থিত স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ করবেন।
৮. যেকোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম, ঘুষ, দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ রোধে কঠোর নজরদারি ও অডিট ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন।

মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার হলো জনগণের আমানত, যা পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ আল্লাহভীতি, সততা এবং অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার প্রয়োজন। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাকের এই পদে যোগ্যতার পেছনে মূল কারণ হলো:

১. অর্থনৈতিক সততা ও আপসহীন ব্যক্তিত্ব: সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ এবং অনৈতিক অর্থনৈতিক লেনদেনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সুপরিচিত ও দৃঢ়। রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে দুর্নীতি ও অপচয়মুক্ত রাখতে তাঁর এই আপসহীন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আমানতদারিতা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

২. শরীয়াহভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান: মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার কারণে ইসলামের ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতি, যাকাত-উশর সংগ্রহ ও বণ্টনের ফিকহী বিধিমালা এবং বায়তুল মালের ঐতিহাসিক বণ্টন নীতি সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ধারণা রয়েছে।